প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকেরা বিভক্ত থাকবে তিনটি শ্রেণীতে : জনসাধারণ, সৈন্যবাহিনী ও অভিভাবকমণ্ডলী। এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করা হবে যে ঈশ্বর তিন প্রকারের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তারা সোনার তৈরি, দ্বিতীয় সারির লোকেরা রুপার, আর সাধারণ জনতা পিতল ও লোহার তৈরি। সোনার তৈরি লোকেরা হবে অভিভাবক, রুপার তৈরি লোকেরা হবে সৈনিক আর অবশিষ্টদের করতে হবে কায়িক পরিশ্রম। জাস্টিস বা ন্যায়পরায়ণতা বলতে বোঝাবে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করা। কার কী কাজ বা পেশা, তা নির্ধারণ করে দেবে সরকার।

Scanned by CamScanner

রিপাবলিকে একটি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থার প্রায় সব ক্ষেত্র নিয়ে প্লেটোর প্রস্তাবনা আছে : আদর্শ রাষ্ট্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও স্বরূপ কী হবে, কেমন হবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। প্রথম ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে প্লেটোর পরিচয় যে কারণে, সেই ভাবতত্ত্ব বা থিওরি অব আইডিয়াস তিনি হাজির করেছেন এই গ্রন্থে বিশদভাবে। রাজনীতি ও জীবনকে দর্শনের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা ছাড়াও দ্য *রিপাবলিক* গ্রন্থে আছে ধর্ম, অমরত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, কাব্যকলা ইত্যাদি নিয়ে প্লেটোর ভাবনা। এই গ্রন্থে তিনি যেসব ভাবনা ও জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো নিয়ে আলোচনা চলেছে পরবর্তী দুই হাজার বছর ধরে।

Scanned by CamScanner

প্লেটোর রিপাবলিক আদিতম ইউটোপিয়া বা কল্পরাষ্ট্র, সিসেরোর দে *রিপুবলিকা*, সেন্ট অগাস্টিনের সিটি অব গড, টমাস মুরের ইউটোপিয়ার আদি মডেল। খ্রিষ্টীয় গির্জার আদিকালে চর্চিত ধর্মতত্ত্বে প্লেটোর বর্ণিত 'অন্য জীবনে'র প্রভাব প্রবল। কবিদের মধ্যেও প্লেটোর প্রভাব লক্ষণীয় : দান্তে ও কোলরিজ দুই বড় দৃষ্টান্ত। দ্য রিপাবলিককে শিক্ষাবিষয়ক প্রথম সন্দর্ভ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়, যার গভীর প্রভাব লক্ষ করা গেছে জন মিল্টন, জন লক, রুশো, গ্যেটে প্রমুখের ওপর।*দ্য রিপাবলিক* অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সব শিক্ষিত জাতির ভাষায়। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন অন্তত অর্ধশতজন। বেনজামিন জোয়েটের ইংরেজি অনুবাদ সর্বাধিক আলোচিত; এটি থেকেই বাংলায় দ্য *রিপাবলিক* অনুবাদ করেছেন সরদার ফজলুল করিম প্লেটোর *রিপাবলিক* নামে। এর প্রথম প্রকাশক বাংলা একাডেমী, পরে তা প্রকাশ করে মাওলা ব্রাদার্স। এখন বাজারে মাওলা ব্রাদার্সের সংস্করণটিই পাওয়া যায়।

Scanned by CamScanner